৩০.১১.২০২৩

আরপিএএন/১২

২০২৩ সালের এমএটি ১৪৬৪

+

আইএ নম্বরঃ ২০২৩ সালের সিএএন ১ [ধারা ৯৫]

+

আইএ নংঃ ২০২৩-এর সিএএন ২ [স্টে]

যা সুভাজিত বায়েন

-বনাম-

ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য

শ্রী উত্তম কুমার ভট্টাচার্য

... আপিলকারীর জন্য.

শ্রী বৈদ্য ঘোষাল

... উত্তরদাতার জন্য নং.২-৯।

বর্তমান আপিলটি ১০ই আগস্ট, ২০২২ তারিখের একটি আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, যা ২০২২ সালের ডব্লিউ. পি. সি. আর. সি ১১২, যা ২০২১ সালের ডব্লিউ. পি. এ ৩১১৬ রিট পিটিশন থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

যেহেতু আমরা আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী ভট্টাচাচার্যকে বিষয়টির যোগ্যতার বিষয়ে তাঁর যুক্তি পেশ করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছি, তাই বর্তমান আপিল দায়ের করতে বিলম্বকে ক্ষমা করা হয়েছে এবং বিলম্বের ক্ষমা করার আবেদন, ২০২৩ সালের সিএএন ১ হওয়ায় নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

রেকর্ড থেকে জানা যায় যে, আপিলকারীর বাবা ২০১৭ সালের ২৮শে জুন মারা যান, যখন তিনি বঙ্গিয়া গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্কে (সংক্ষেপে, উক্ত ব্যাঙ্কে) একটি গ্রুপ-'ডি' পদে কাজ করছিলেন। একমাত্র রুটি উপার্জনকারীর ক্ষতির কারণে আর্থিক সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে, আপিলকারী ৮ই জুন উক্ত ব্যাঙ্কে একটি আবেদন জমা দেন এপ্রিল, ২০১৯ তার দাবি বিবেচনা করার জন্য সহানুভূতিশীল নিয়োগ।

আপিলকারীর আবেদনটি উক্ত ব্যাংক কর্তৃক ১৬ই নভেম্বর, ২০১৯ তারিখে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। উক্ত সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে আপিলকারী পূর্বে একটি রিট পিটিশন দাখিল করেছিলেন, যা ২০২১ সালের WPA ৩১১৬ ছিল, যা ১৫ই মার্চ, ২০২১ তারিখের একটি আদেশ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল এবং ১৬ই নভেম্বর, ২০১৯ তারিখের রিট পিটিশনে আপত্তিজনক আদেশটি বাতিল করা হয়েছিল। উক্ত আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে, উক্ত ব্যাংকটি ২০২১ সালের FMA ১২২ অনুযায়ী আপিল করে এবং মাননীয় আপিল আদালত মাননীয় একক বেঞ্চের আদেশকে এই পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বহাল রাখে যে, 'এই আদালত কর্তৃক নিশ্চিতকৃত মাননীয় একক বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশাবলী এই মামলার তথ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং সাধারণ নজির হিসেবে গণ্য করা যাবে না।' আপিলের বিচারাধীন থাকাকালীন, আপিলকারী ১৫ মার্চ, ২০২১ তারিখের আদেশ লঙ্ঘনের অভিযোগে একটি অবমাননার আবেদন করেন। ১৩ এপ্রিল, ২০২২ তারিখে আপিল নিষ্পত্তির পর, ব্যাংক ২০ জুন, ২০২২ তারিখে চূড়ান্ত আদেশ দেয়। এরপর, অবমাননার আবেদনটি শুনানির জন্য গ্রহণ করা হয় এবং ১০ আগস্ট, ২০২২ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে এটি নিষ্পত্তি করা হয় যে, 'আবেদনকারীকে সহানুভূতিশীল চাকরির জন্য ন্যায্য বিবেচনা দেওয়া হয়েছে এবং ব্যাংক দেখেছে যে তিনি এর অধিকারী নন। ব্যাংকের সিদ্ধান্ত আইনত টেকসই'। এরপর, আপিলকারী ১০ আগস্ট, ২০২২ তারিখের আদেশ সংশোধনের জন্য একটি আবেদন করেন এবং ৯ জুন, ২০২৩ তারিখে কোনও আদেশ ছাড়াই তা নিষ্পত্তি করা হয়।

আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান আইনজীবী শ্রী ভট্টাচার্য বলেছেন যে আদালত অবমাননার আবেদনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়, বিদ্বান একক বিচারকের উক্ত ব্যাঙ্কের মহাব্যবস্থাপক (এইচআর) দ্বারা গৃহীত ২০শে জুন, ২০২২ তারিখের আদেশের গুণাগুণ বিবেচনা করা উচিত ছিল না এবং তাই, বিতর্কিত আদেশটি তাকে উপযুক্ত ফোরামের সামনে ২০শে জুন, ২০২২ তারিখের আদেশের স্থায়িত্ব পরীক্ষা করার জন্য প্রতিকার গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে।

অন্যদিকে, প্রত্যর্থীর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান আইনজীবী শ্রী ঘোষাল বলেছেন যে, কেন বিদ্বান একক বিচারক যোগ্যতার ভিত্তিতে আবেদনকারীর দাবির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তার কারণ ১০ই আগস্ট, ২০২২-এর আদেশ থেকেই স্পষ্ট হবে, যেখানে আদালত অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে পর্যবেক্ষণ করেছে যে, 'তবে, এই আদালত এই বিষয়টি বিবেচনা করে যে আবেদনকারী সহানুভূতির ভিত্তিতে কর্মসংস্থান চাইছেন এবং নতুন মামলা মোকদ্দমায় ব্যাঙ্কের নেওয়া সিদ্ধান্তের যথার্থতা পরীক্ষা করার জন্য পর্যাপ্ত উপায় নাও থাকতে পারে এবং উভয় পক্ষের স্বার্থে, ব্যাঙ্কের সিদ্ধান্তের যথার্থতা বিবেচনা করা হয় এবং এর অধীনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।'

শ্রী ঘোষাল আরও দাখিল করেন যে বিজ্ঞ একক বিচারকের এক্তিয়ারে বলার পর এবং ২০ জুন, ২০২২ তারিখের আদেশের যোগ্যতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনও আপত্তি উত্থাপন না করার পর, আপিলকারী ১০ আগস্ট, ২০২২ তারিখের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন না।

সংশ্লিষ্ট পক্ষের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান উকিলদের কথা শুনেছেন এবং নথিতে থাকা উপকরণগুলি বিবেচনা করেছেন।

এই অবমাননা আদালত এবং অবমাননার মধ্যে একটি বিষয়। এই ধরনের আবেদনে, বিচারের সুযোগ এই বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ যে অভিযুক্ত অবমাননকারীরা ইচ্ছাকৃতভাবে আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ লঙ্ঘন করেছে কিনা। একবার আদালত কর্তৃক জারি করা নির্দেশের ভিত্তিতে কোনও পক্ষের দ্বারা কোনও কার্যধারার আদেশ পাস হয়ে গেলে, যথাযথ ফোরামে প্রতিকার চাওয়ার জন্য একটি নতুন কারণ দেখা দেয়/জে. এস. পার্থার বনাম গণপত দুগ্গর ও অন্যান্যদের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত রায় দেখুন।]উক্ত ব্যাঙ্কের মহাব্যবস্থাপক (এইচআর) কর্তৃক ২০শে জুন, ২০২২ তারিখে প্রদত্ত আদেশটি একটি নতুন পদক্ষেপের জন্ম দেয় এবং আমাদের মতে, অবমাননার আবেদনে ২০শে জুন, ২০২২ তারিখের আদেশের গুণাগুণ বিবেচনা করা বিদ্বান একক বিচারকের উচিত ছিল না।

এর পরিপ্রেক্ষিতে, ১০ই আগস্ট, ২০২২ তারিখের আদেশের যে অংশে উক্ত ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক (মানবসম্পদ) কর্তৃক প্রদত্ত ২০ই জুন, ২০২২ তারিখের আদেশের যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে, তা বিজ্ঞ একক বিচারক কর্তৃক বাতিল করা হলো। অবমাননার আবেদন নিষ্পত্তির আদেশের অন্য অংশে কোনও হস্তক্ষেপ করা হয়নি।

আপিলকারী আইন অনুসারে উপযুক্ত ফোরামের সামনে ২০শে জুন, ২০২২ তারিখের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করার স্বাধীনতা পাবেন।

উপরের পর্যবেক্ষণ এবং নির্দেশাবলীর সাথে আপিল এবং সংযুক্ত আবেদন, ২০২৩ সালের সিএএন ২ হওয়ার নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

তবে, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

এই আদেশের জরুরী ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, সমস্ত প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে দলগুলিকে সরবরাহ করা হবে।

(বিচারপতি ভি. এম. ভেলুমানি) **(বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী)**

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly